5 February 2024

West Bengal News

জিআই ট্যাগ অধিগ্রহণের পর বিশ্ব বাংলা পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি	প্রসঙ্গ: • পশ্চিমবঙ্গের জন্য ভৌগলিক ইঙ্গিত (জিআই) ট্যাগ সুরক্ষিত করার পরে, ডোকরা, শান্তিনিকেতনের চামড়া, নকশি কাঁথা এবং অন্যান্য হস্তশিল্পসহ বিভিন্ন বিশ্ববাংলা পণ্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। জিআই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাম্প্রতিক সংযোজন: • সম্প্রতি জি আই (GI) ট্যাগ দেওয়া হয়েছে সুন্দরবনের মধুকে, যা স্থানীয়ভাবে 'মৌবন' নামে পরিচিত, যা 'মৌলি' সম্প্রদায় সংগ্রহ করে থাকে। • জলপাইগুড়ি জেলার কালোনুনিয়া চাল জিআই ট্যাগ অর্জন করেছে। এটি 'প্রিন্স অফ রাইস' নামেও পরিচিত। • টাঙ্গাইল, গরদ এবং কাদিয়াল শাড়ির জন্য জিআই ট্যাগ, এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ টেক্সটাইল ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। মুর্শিদাবাদ জেলার মির্জাপুর একচেটিয়াভাবে কাদিয়াল শাড়ি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।
বাংলা ফিকশনের ম্যুরালসহ শ্রেণীকক্ষের রূপান্তর	প্রসঙ্গ: • একজন চিত্রশিল্পী এবং ছাত্ররা রাজ্য সরকার-স্পন্সরড স্কুল, যাদবপুর বিদ্যাপীঠের শ্রেণীকক্ষের দেয়ালগুলির একটি চিত্তাকর্ষক রূপান্তর ঘটিয়েছে। • বাংলা ক্ল্যাসিক উপন্যাসের আইকনিক চরিত্রগুলির, যেমন "পথের পাঁচালী" থেকে অপু-দুর্গা এবং "চাঁদের পাহাড়" থেকে শঙ্করের চরিত্রের ম্যুরাল তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংস্কৃতির বোধ জাগরিত করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। ম্যুরাল পেইন্টিং: • একটি দেয়ালে সরাসরি প্রয়োগ করে তৈরি যেকোনো ধরনের শিল্পকর্মকে ম্যুরাল পেইন্টিং বলা হয়। • বৃহত্তর অর্থে, ম্যুরাল আর্ট সিলিং বা অন্যান্য বিস্তৃত এবং স্থায়ী পৃষ্ঠ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে। • সাধারণত, ম্যুরাল পেইন্টিংগুলি একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। আশেপাশের স্থানের স্থাপত্য উপাদানগুলি এই সামগ্রিক রচনায় বিরামহীনভাবে সমন্বিত হয়। • ম্যুরাল পেইন্টিংয়ে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা হয়। একটি উদাহরণ হল ফ্রেস্কো। • সুতরাং, যখন একটি ম্যুরাল দেয়াল চিত্রের জন্য একটি বিস্তৃত শব্দ হিসাবে কাজ করে, ফ্রেস্কো বিশেষভাবে একটি নির্দিষ্ট কৌশলকে নির্দেশ করে।

ZSI নতুন জাম্পিং স্পাইডারের প্রজাতি আবিষ্কার করেছে

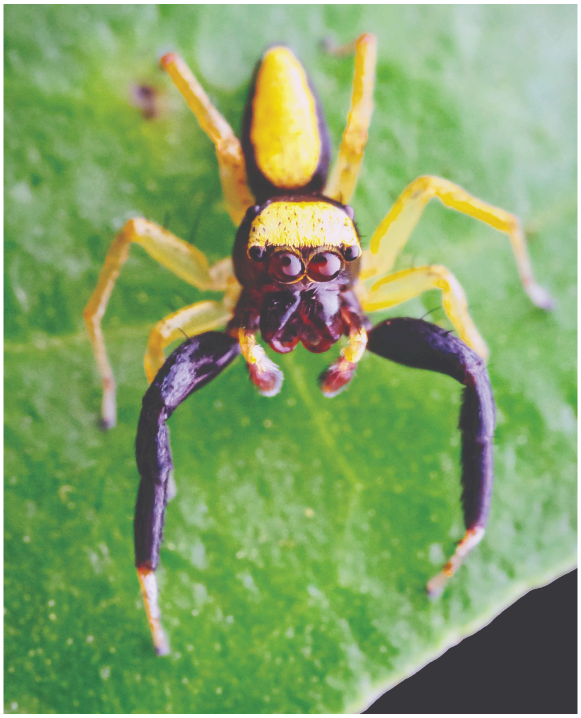

প্রসঙ্গ:

- জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (ZSI) গবেষকরা সম্প্রতি জাম্পিং মাকড়সার চারটি প্রজাতি শনাক্ত করেছেন। এই প্রজাতিগুলি পূর্বে অজানা ছিল।
- এই আবিষ্কারগুলি সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একটি পাওয়া গেছে বাংলায়।

সম্পর্কিত:

- নতুন শনাক্ত করা প্রজাতিগুলি ফিন্টেলা গণের অন্তর্গত এবং তাদের নাম দেওয়া হয়েছে পি. ডেন্টিস, পি. হ্যান্ডারসোনি, পি. লুনা এবং পি. রাজভারতী।
- পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্র প্রদেশে পাওয়া ফিন্টেলা লুনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চাঁদের অনুরূপ কোপুলেটরি নালীর কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে 'লুনা'।
- কর্ণাটকের মুকাম্বিকা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে আবিষ্কৃত ফিন্টেলা ডেন্টিস প্রজাতিটির এমন নামকরণ হয়েছে এটির স্বতন্ত্র চেলিসারাল দাঁতের কারণে।
- ফিন্টেলা রাজভারতীর নামকরণ করা হয়েছে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের নমুনা সংগ্রাহকের নামে।
- মেঘালয়ের অ্যান্ডারসন টি এস্টেটে অবস্থিত ফিন্টেলা হ্যান্ডারসোনি-এর নামকরণ করা হয়েছে টি এস্টেটের মালিক প্রয়াত হ্যান্ডারসন সাইমলিহের সম্মানে।

ফিন্টেলা বংশের বৈচিত্র্য

- ফিন্টেলা প্রজাতিটি 'সাল্টিসিডে' নামক জাম্পিং স্পাইডার পরিবারের অংশ। এটি তার বৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত।
- এতে বর্তমানে 76টি বর্ণিত প্রজাতি রয়েছে, যার মধ্যে 18টি ভারত থেকে উদ্ভূত।
- এই ছোট মাকড়সাগুলি রঙিন, বর্ণময় আঁশ দিয়ে সজ্জিত এবং সাধারণত ওল্ড-ওয়ার্ল্ড দেশে এবং অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়।

To get free Live Classes, Materials Scan this QR Code & Download our Adda247 App

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস 	প্রসঙ্গ: • প্রতি বছর **4**ঠা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন করা হয় • এটি **2000** সালের **4**ঠা ফেব্রুয়ারি প্যারিসে নতুন সহস্রাব্দের জন্য ক্যান্সারের বিরুদ্ধে বিশ্ব সম্মেলনের সূচনা হয়েছিল। • এটির লক্ষ্য ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বকে একত্রিত করা। • বিশ্ব ক্যান্সার দিবসের ফোকাস হল 2022 এবং 2024 এর মধ্যে "ক্যান্সারের গ্যাপ বন্ধ করা"। • এবারের থিম হল **"Together, we challenge those in power"।** • এই থিমটি ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং যত্নে অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং বিনিয়োগ করার জন্য বিশ্বব্যাপী চাহিদাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়াও, এটি দাবি করে যে, একটি ন্যায্য এবং ক্যান্সার মুক্ত বিশ্ব অর্জনের জন্য এখনও অনেক কিছু করতে হবে। সম্পর্কিত: • ক্যান্সার হল অনিয়ন্ত্রিত কোষের বৃদ্ধি। এটি জটিল রোগগুলির একটি গ্রুপ যা আশেপাশের টিস্যুগুলিকেও আক্রমণ করে ক্ষতিসাধন করতে পারে। • এটি প্রায়শই কোষের মধ্যে জেনেটিক মিউটেশন থেকে উদ্ভূত হয়। ফলত, এটি শরীরের প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিক বিস্তার এবং ব্যাঘাত ঘটায়। • ক্যান্সার শরীরের যেকোনো অংশকে প্রভাবিত করতে পারে, যদিও এর বিভিন্ন কারণ, পৃথক ঝুঁকি এবং নির্দিষ্ট প্রকার রয়েছে।
সুন্দরবনে কুমির শুমারি 	প্রসঙ্গ: • বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় জীবন্ত সরীসৃপ, মোহনায় বসবাসকারী কুমিরের (ক্রোকোডাইলাস পোরোসাস) জনসংখ্যা মূল্যায়ন করার জন্য সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চলে একটি বিস্তৃত অনুশীলন চলছে। • 2012 সালের পর থেকে 12 বছরের ব্যবধানের পরে এই সার্ভেটি করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হল কুমিরের জনসংখ্যার গতিশীলতার বিষয়ে তথ্য প্রদান করা। কুমিরের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব • মোহনায় বসবাসকারী কুমির পূর্ব ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। এর আকার পুরুষদের ক্ষেত্রে 20 ফুট পর্যন্ত এবং ওজন 1,000 কেজির বেশি হয়ে থাকে। • সুন্দরবনে এদের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় **12** ফুট। • এই কুমিরগুলি উচ্চ লবণ সহনশীলতা প্রদর্শন করে যা তাদের নোনা জলে বাসের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। • আইইউসিএন সংরক্ষণের অবস্থা: ন্যূনতম উদ্বেগ • এগুলি বন্যপ্রাণী আইন, **1972** এর তফসিল **I** এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত।

Copyright © by Adda247

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Adda247.